তমলুকে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ছাত্রীর, উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ বাড়ি থেকে সাইকেলে চেপে মুড়ি কারখানার দিকে যাওয়ার পথে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক দশম শ্রেণির ছাত্রীর। আহত আরো দুই ছাত্রী-সহ তিন জন। দুর্ঘটনার পরেই ক্ষিপ্ত এলাকাবাসী পথ অবরোধ করে। পরে তমলুক থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তমলুক-মুথুরি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, সোমবার বিকালে বাড়ির জন্য মুড়ি আনতে তিন বান্ধবী মিলে আলাদা আলাদা সাইকেলে চেপে স্থানীয় একটা মুড়ি কারখানায় যাচ্ছিল। এই সময় একটা চার চাকার ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সুমনা গিরি নামে এক দশম শ্রেণির ছাত্রীর সাইকেলে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। এই সময় সুমনার সাথে যাওয়া তার আরো দুই বান্ধবী কুহেলি গিরি, সুপ্রিয়া গোস্বামীর সাইকেলে ধাক্কা লাগে, দুর্ঘটনার সময় সেই পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া রতন বেরা নামের এক পথচারিও আহত হন। চারজনকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালেই সুমনাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়ায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করলেও পলাতক চালক।

কার্নিস ভেঙে আহত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ বাড়ি তৈরির কাজ করতে গিয়ে বাড়ির কার্নিশ ভেঙে পড়ায় গুরুতর আহত হলেন দুজন। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদার। জানা যায় সোমবার দুপুর নাগাদ রাজমিস্ত্রি গুরুপদ রাউল বেলদা নন্দ মার্কেটে একটি দোকান ঘরের কাজ করছিলেন। দোকানের ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে পাকার কাজ করার সময় হঠাৎই কার্নিশ ভেঙে গেলে পড়ে যান তিনি। একইসঙ্গে পড়ে যান সহযোগী মহিলা শ্রমিক কমলি সিং। দুজনকেই স্থানীয়রা উদ্ধার করে বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে। বেলদা নন্দ মার্কেটে ভোলানাথ পাড়ির ঘর তৈরি হচ্ছিল। ছাদের কার্নিসে দাঁড়িয়ে ইটের গাঁথনি চলছিল। হঠাৎই কার্নিশ ভেঙে পড়লে বিপত্তি ঘটে। কিন্তু কেন এই বিপত্তি? জানা গেছে,মিস্ত্রির নিম্নমানের কাজের জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে। ছাদ থেকে বের করা কার্নিসে কোনও রড ছিল না। ফলে লম্বা কার্নিশ ছিল বিপদজনক। তার ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে গিয়েই ঘটছে এই দুর্ঘটনা। এলাকাবাসীদের দাবি, অনেক বড় বিপদ ঘটতে পারত। মিস্ত্রিদের এধরণের কাজ সত্যিই ভয়ানক। যা নিয়ে সচেতন হওয়ার দরকার। নইলে বড়ো কোনও বিপদের সম্মুখীন হতে পারে মানুষ।

গঙ্গা পুজোতে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ ২৫তম গঙ্গা পুজো ও মেলা উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। সোমবার কাঁথি ৩ ব্লকের কানাইদিঘি অঞ্চলের ভাইটাগড়ইয়ং স্টার ক্লাবের উদ্যোগে এই আয়োজন। এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন, উত্তর কাঁথির বিধায়ক বনশ্রী মাইতি। উপস্থিত ছিলেন কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ চন্দ্র বেজ, কানাইদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়দেব সিং, উপপ্রধান অনুজ পন্ডা প্রমুখ। এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক প্রশান্ত বর বলেন, ২৫তম বর্ষের সার্বজনীন গঙ্গাপুজো উপলক্ষ্যে সংঘের

সভাকক্ষে বিনামূল্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

সাতদিন ধরে চলবে অনুষ্ঠান। আরও নানান সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সংঘের সভাপতি বাবুলাল বর বলেন, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে আমরা ২৫ বছর ধরে এইরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছি। এদিন ১৫০ জন রক্তদান করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে প্রতিদিন।

জুনিয়ার হাইস্কুলের ভবনের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ জুনিয়ার হাইস্কুলের একতলা ভবনের উদ্বোধন হল। সোমবার এগরা ১ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এগরা ১ ব্লকের বরিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বয়েসপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন করেন, বরিদা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সিদ্ধেশ্বর বেরা। সিদ্ধেশ্বরবাবু বলেন, এগরা ১ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই জুনিয়ার হাইস্কুলের নতুন একতলা ভবনটি নির্মিত হয়। আগে স্কুলটি ছিল ভগ্নপ্রায়। এই টাকায় দুটি ক্লাসরুম ও একটি অফিসরুম তৈরি হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৪০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। তিনজন শিক্ষক- শিক্ষিকাও রয়েছে। নতুন স্কুল ভবন পেয়ে প্রাপ্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। উপস্থিত ছিলেন এগরা উত্তর চক্রের এসআই সুব্রত দে, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য গৌতম মজুমদার-সহ শিক্ষক- শিক্ষিকারা।

তৃণমূলের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ নারায়ণগড় ব্লকের মান্দার বুথ তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে সংগঠিত হল ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প এবং চক্ষু পরীক্ষা শিবির। সোমবার মান্দার শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে এই শিবির সংগঠিত হয়। একইসঙ্গে ছিল শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠান। এলাকার দুস্থ মানুষদের হাতে এদিন শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে মান্দার বুথ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। দুস্থ ও আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এই উদ্যোগ। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শীত থেকে রক্ষা করতে এদিন প্রায় দুশো পঞ্চাশ জনের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগড় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিহির চন্দ, খালিনা বুথ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুশান্ত ধল, তৃণমূল নেতৃত্ব গণেশ মাইতি, বীরেন্দ্রনাথ প্রধান, বুথ নেতৃত্ব সুনল পড়িয়া, অমল পড়িয়া-সহ অন্যান্যরা।

বিধায়কের উদ্যোগে খেলার মাঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের ৭নং কাশীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মারকুণ্ডাতে সরকারি তথা বিধায়ক প্রদ্যোৎ ঘোষের উদ্যোগে এলাকাবাসীর দাবি মতো তৈরি করা হয়েছে একটি খেলার মাঠের। সেই নব নির্মিত মাঠে এলাকার মানুষ-সহ উঠতি খেলোয়াড়দের নিয়ে দুদিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল হল সোমবার। খেলা শেষে তুলে দেওয়া হল পুরস্কার। রবিবার মারকুণ্ডা ফুটবল ময়দানে ১২টি দলকে নিয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টের শুরু হয়। বিধায়ক প্রদ্যোৎ ঘোষ নিজে উপস্থিত থেকে খেলার সূচনা করেন। সোমবার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা সংগঠিত হয়। খেলা শেষে বিজয়ী ও বিজিত দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেকটি দলকে ফুটবল ও বিজিত ও বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের জার্সি তুলে দেন বিধায়ক প্রদ্যোৎ ঘোষ। একইসঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছৌ নৃত্যও সংগঠিত করা হয়েছিল এদিন। মারকুণ্ডা গ্রাম তথা কাশীপুর অঞ্চলের মানুষ খেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় জমান। এদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রদ্যোৎ ঘোষ, নারায়ণগড় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিহির চন্দ, কাশীপুর ৭নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাইদুর রহমান, কার্যকরী সভাপতি রবীন খাউড়িয়া-সহ অন্যান্যরা।

খাজরা ২ মহিলা অঞ্চল সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, খাজরা ঃ সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর সেই দিকে তাকিয়ে দলীয় মহিলা কর্মীদের দলীয় কাজে মনোবল বাড়াতে সোমবার খাজরা ২নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজন করলো মহিলা কর্মীদের নিয়ে মহিলা সম্মেলন। এই সম্মেলন খাজরা দলীয় কার্যালয়ে সংগঠিত হয়। সম্মেলন শুরুর আগে মহিলা কর্মীদের নিয়ে সংগঠিত মিছিল সারা খাজরা বাজার পরিক্রমা করে। মিছিল থেকে বিজেপি সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে তার প্রতিবাদ জানানো হয়। দলীয় পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন খাজরা ২নং অঞ্চলের সভাপতি ভূষণ পুষ্টি। বিশেষ করে তৃণমূল সরকারকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের কথা সমস্ত কর্মীদের কাছে পৌঁছে দিতে ও বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতি ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানে এই আয়োজন বলে জানান নেতৃত্বরা। নেতৃত্বরা বলেন, মহিলারা কোন অংশে পিছিয়ে নেই। তা তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর মহিলারা সমস্ত কাজে অগ্রাধিকার পেয়েছে। কর্মীরা কোন প্রেরণায় পা না দিয়ে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে যাতে কাজ করে যায় তার বার্তা দেন নেতৃত্বরা। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জিতিয়ে পঞ্চায়েত গঠন করে উন্নয়ণের জোয়ার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলেন তারা। উপস্থিত ছিলেন কেশিয়াড়ি ব্লকের মহিলা নেত্রী রুপালি সাউ, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ কল্পনা শীঠ, তৃণমূল নেতৃত্ব মামনী মাণ্ডী, তারাশংকর পাত্র, অঞ্চল সভাপতি ভূষণ পুষ্টি, সহসভাপতি কালাচাঁদ সানকী, যুব সভাপতি তাপস বেরা, উপপ্রধান সুবল সিং-সহ অন্যান্যরা।

প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ান জেসিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরির বাঁশগোড়া সূর্যতোরণ সংঘ পরিচালিত বাঁশগোড়া প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হল জেসিটি। প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি জুখিয়া জেসিটি ও টিকাশি গ্রাউন্ড একদাশ। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে জেসিটি। এরা ব্যাট হাতে ১২ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১১৪ তোলে। জিততে হলে ১২ ওভারে ১১৫ রানের জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দেয় টিকাশিকে, টিকাশি ব্যাট করে ১২ ওভারে ১১১ রান করে। জেসিটি বাঁশগোড়া প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ান হয়। পরে পুরস্কার বিতরণী সভা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য স্পোর্টস্ কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি। অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রনজিৎ মন্ডল, শ্রাবণি মাইতি, বিমান নায়েক, খেজুরি থানার ওসি শির্ষেন্দু দাস।

চ্যাম্পিয়ান দলকে ট্রফি ও ৩০ হাজার টাকা ও রানার্স দলকে ট্রফি-সহ ২০ হাজার টাকা পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

নকআউট ভলিবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ দেউলি মিলন মন্দির ক্লাব আয়োজন করল নকআউট ভলিবল টুর্নামেন্ট। সোমবার ক্লাবের সামনের মাঠে এই টুর্নামেন্টের সূচনা হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। একইসঙ্গে রাজ্য সরকারের পথ নিরাপত্তায় নেওয়া সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রকল্পের প্রচার চালানো হয়। স্বর্গীয় পশুপতি দে ও স্বর্গীয় দীপঙ্কর রানা স্মৃতি ভলিবল টুর্নামেন্টে নটি দল অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী খেলায় অংশগ্রহণ করে গোহিরা স্পোর্টিং ক্লাব ও ফাস্টুস সিক্স স্টার ক্লাব। খেলা শুরুর আগে উদ্বোধনী সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বেলদা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রদীপ রথ ও বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক সুদীপ সিং-সহ অন্যান্যরা। তারা খেলার গুরুত্ব তুলে ধরেন খেলোয়াড়-সহ এলাকার ছাত্র যুবদের কাছে।

একইসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দেউলি সুধীর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ মাজি, দেউলি মিলন মন্দির ক্লাবের সভাপতি ব্রজগোপাল ঘোষাল, ক্লাবের সম্পাদক তপু রানা, বাবলু রাউৎ-সহ অন্যান্যরা।

ঝাড়গ্রামে বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ সোমবার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ঝাড়গ্রাম শাখার উদ্যোগে পালিত হল বিবেকানন্দের জন্মতিথি। এদিনটা ছিল আশ্রমের আর পাঁচটা দিনের থেকে একেবারে অন্যরকম। পবিত্র নিষ্ঠাচারে আধ্যাত্মিক পরিবেশে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন এদিন আশ্রমে এক অন্যমাত্রা এনেছিল। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ঝাড়গ্রামের সম্পাদক স্বামী শুভকরানন্দ মহারাজ নিজে পূজো এবং হোম করেছেন। ঝাড়গ্রাম শহরের বাঁদরডোলা এলাকার মিশনের আশ্রমে ভোর সাড়ে চারটা থেকে মঙ্গলারতির মাধ্যমে শুরু হয় বিশেষ দিনটির পালন। স্বামীজির জন্মদিনের আগে জন্মতিথির অনুষ্ঠান ঘিরে আশ্রমে ছিল এক আলাদা পরিবেশ। ভোর থেকেই বিশেষ পূজো শুরু হয়। ঠাকুরের পূজোর পাশাপাশি স্বামীজির জন্মতিথির পূজো ছিল বিশেষ করে। বিশুদ্ধ মন্ত্রোচারণের মধ্য দিয়ে পূজো এবং হোম দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন এলাকার মানুষজনেরা। ঘন শাল জঙ্গলে ঘেরা অতি মনোরম সুন্দর, পরিবেশে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ নিয়ম করেই পালন করেছেন। আশ্রম সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনটি বরাবরের মতো বিশেষভাবে পালিত হবে। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ঝাড়গ্রামের সম্পাদক স্বামী শুভকরানন্দ মহারাজ বলেন, এদিন ভোর থেকে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজোর মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি আমরা আশ্রমের পক্ষ থেকে পালন করেছি। এদিন ভোর থেকেই বিশেষ পুজোপাঠ শুরু হয়।

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ কলাগেছিয়া প্রগতি পরিষদ পাঠাগার আয়োজিত দ্বাদশ বর্ষ বইমেলার পঞ্চমদিনে সমস্ত বিভাগের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল নজরকাড়া। শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায়। দেশাত্মবোধক সংগীত প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়, প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ জন। সোমবার অন্তিম দিনে পুরস্কার বিতরণ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে বইমেলার সমাপ্তি হয়, পাঠাগারের সদস্য দুর্গা দাস সমগ্র সংগীত অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন। পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র গবেষক ডঃ প্রবালকান্তি হাজরা, রতিকান্ত কান্ডার, ডঃ মিহির প্রধান, বিথিকা পড়ুয়া, অজিত জানা, রঞ্জিত দাস, স্বপন মন্ডল, অশেষ মাইতি, সমগ্র অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক পার্থসারথি দাস ও সম্পাদনা করেন সুনীল দাস।

প্রতাপদিঘির মেলায় সোমবার হল সাহিত্যবাসর। উপস্থিত ছিলেন কিশোর নাগ, ধরণীধর গায়েন, বিনোদবিহারী জানা, ফণীভূষণ বেরা, গঙ্গাধর পাল, সন্ধ্যা পাহাড়ি, মাধব মিশ্র, আলোক মিত্র, উত্তম সাউ, গৌতম মন্ডল, দেবাশিষ গোস্বামী, সুদর্শন গারু, লক্ষ্মী অট্ট, মোহন সাউ, প্রমোদ চক্রবর্তী প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিক। নিজস্ব চিত্র